লাউ চাষে স্বচ্ছলতার ভরসা পাচ্ছেন চাষীরা

মেহেরপুরে মাচা পদ্ধতিতে দেশীয় জাতের লাউ চাষ করে লাভের মুখ দেখছেন কৃষকরা। চলতি মৌসুমে তাপপ্রবাহের কারণে কিছুটা ফলন কম হলেও বাজারে ভালো দাম পাওয়ায় সন্তুষ্ট তারা। বড় কোনো প্রাকৃতিক দুর্যোগ না হলে উৎপাদন খরচের তুলনায় প্রায় তিনগুণ লাভের আশা করছেন চাষিরা।

জেলার বিভিন্ন মাঠে সবুজে ঘেরা মাচায় ঝুলছে শত শত লাউ। গাংনী উপজেলার সাহারবাটি গ্রামের কৃষক বাবলু হোসেন প্রতি বছরের মতো এবারও অন্যান্য সবজির পাশাপাশি লাউ চাষ করেছেন। তিনি জানান, এবার দুই বিঘা জমিতে মাচা পদ্ধতিতে লাউয়ের আবাদ করেছেন। শুরু থেকেই সঠিক পরিচর্যা, উন্নত মাচা তৈরি, পরিমিত সার প্রয়োগ ও সেচ ব্যবস্থাপনার কারণে ক্ষেতে ভালো ফলন এসেছে।

তিনি আরও বলেন, চৈত্র মাসের মাঝামাঝি সময় থেকেই লাউ বিক্রি শুরু হয়েছে। প্রতিটি লাউ পাইকারি বাজারে ২৫ থেকে ৩০ টাকা দরে বিক্রি হচ্ছে। সপ্তাহে তিন দিন প্রায় ৪০০ থেকে ৫০০টি লাউ উত্তোলন করা যাচ্ছে। এক বিঘা জমিতে বাঁশের খুঁটি, তার, চারা ও জমি প্রস্তুতে খরচ হয় প্রায় ২০ থেকে ২৫ হাজার টাকা। তবে এই অবকাঠামো ব্যবহার করে একাধিক মৌসুমে চাষ করা সম্ভব। প্রতি বছর এক বিঘা জমি থেকে ১ থেকে দেড় লাখ টাকার লাউ বিক্রি করা যায় বলে জানান তিনি।

শুধু বাবলু হোসেন নন, জেলার বিভিন্ন এলাকায় অনেক কৃষকই এখন মাচা পদ্ধতিতে লাউ চাষে ঝুঁকছেন। কেউ কেউ একই জমিতে সাথী ফসল হিসেবে বরবটি, ধনিয়া, ঢেঁড়স, লালশাকসহ অন্যান্য সবজি চাষ করছেন, যা থেকে অতিরিক্ত আয় করা যাচ্ছে।

জুগিন্দা গ্রামের কৃষক ফয়জা জানান, তিনি এক বিঘা জমিতে লাউয়ের পাশাপাশি সাথী ফসল হিসেবে বরবটি চাষ করেছেন। বরবটি একদিন পরপর তুলে বাজারে বিক্রি করা যায়, এতে নিয়মিত আয় হচ্ছে। বর্তমানে লাউ গাছেও ভালো ঝাঁলি ধরতে শুরু করেছে, এতে ভালো ফলনের আশা করছেন তিনি। তার মতে, মাচা পদ্ধতিতে লাউ চাষ লাভজনক, কারণ এতে রোগবালাই কম হয় এবং একই জমিতে একাধিক ফসল উৎপাদন করা যায়।

বাঁশবাড়ীয়া গ্রামের লাউচাষি ফকির মাহমুদ বলেন, লাউয়ের মাচা

পদ্ধতি এখন আমাদের এলাকায় অনেকেই করছেন। এ পদ্ধতিতে লাউ চাষে খরচ একটু বেশি হলেও একবার মাচা তৈরি করলে কয়েকবার ব্যবহার করা যায়। লাউ চাষে শুরুতে একটু পরিশ্রম বেশি, কিন্তু গাছ বড় হলে পরিচর্যা সহজ হয়ে যায়। এবার গরমের কারণে কিছু ফুল ঝরে গেছে, তবুও যা লাউ হচ্ছে তাতে খারাপ না। বাজারে দাম ভালো থাকায় লাভের আশা করছি।

কৃষকদের ভাষ্যমতে, মাচা পদ্ধতিতে চাষ করলে গাছ মাটির সংস্পর্শে কম থাকে, ফলে রোগবালাই ও সেচ খরচ কমে। পাশাপাশি লাউয়ের গুণগত মান ভালো হওয়ায় মেহেরপুরের উৎপাদিত লাউয়ের চাহিদা রয়েছে ঢাকা, চট্টগ্রাম, সিলেট ও বরিশালসহ দেশের বিভিন্ন জেলায়।

কৃষিপ্রধান জেলা হিসেবে পরিচিত মেহেরপুরে লাউ চাষ এখন অনেক কৃষকের আর্থিক স্বচ্ছলতার অন্যতম ভরসা হয়ে উঠেছে।

জেলা কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর সূত্রে জানা গেছে, গত বছর জেলায় ৩১০ হেক্টর জমিতে লাউয়ের আবাদ হয়েছিল। চলতি বছরে সেই আবাদ বেড়ে ৩০ হেক্টর বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়িয়েছে ৩৪০ হেক্টরে।

এ বছর লাউ উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে ১০ হাজার ২০০ টন। বাজারদর অনুকূলে থাকলে এ মৌসুমে শতকোটি টাকার লাউ বিক্রির আশা করছেন সংশ্লিষ্টরা।

জেলা কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের উপ-পরিচালক সঞ্জীব মৃধা জানান, মাচা পদ্ধতির পাশাপাশি মালচিং প্রযুক্তি ব্যবহার করে লাউ চাষ করলে ভালো ফলন পাওয়া যাচ্ছে। এই পদ্ধতিতে মাটির আর্দ্রতা দীর্ঘসময় ধরে রাখা যায়, আগাছার পরিমাণ কমে যায় এবং গাছের বৃদ্ধি দ্রুত হয়। তিনি আরও বলেন, কৃষকদের নিয়মিত পরামর্শ ও প্রয়োজনীয় কারিগরি সহায়তা দেওয়া হচ্ছে। আধুনিক চাষাবাদ পদ্ধতিতে উৎসাহিত করার ফলে জেলায় লাউয়ের আবাদ বাড়ছে এবং কৃষকরাও আর্থিকভাবে লাভবান হচ্ছেন।

চাষীদের কথা চিন্তা করে আগামীতে আখের মৃল্য বৃদ্ধি করা হবে-ড. আব্দুল আলীম খান

অগ্রহায়ন – পৌষে আখের চাষ অধিক ফলনের পূর্বাভাস এবং সেচ, সার, যত্ন তিনে মিলে রত্ন স্লোগান কে সামনে রেখে কেরু এন্ড কোম্পানির ২০২৫-২৬ রোপন/মাড়াই মৌসুমে আখ চাষ বৃদ্ধি ও গুণগত মানসম্পন্ন আখ সরবরাহের লক্ষ্যে আখ চাষী সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছে।

আজ বুধবার বেলা ১১ টায় কেরু এন্ড কোম্পানির কৃষি বিভাগের আয়োজন টেনিং কমপ্লেক্সে আখ চাষী সম্মেলন ২০২৫ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন যুগ্মসচিব এবং পরিচালক (ইক্ষু উন্নয়ন ও গবেষণা)।

বিএসএফআইসি, সদর দপ্তর ঢাকা ড. আব্দুল আলীম খান,এ সময় তিনি বলেন,সরকার এবং চিনি শিল্প কর্পোরেশন কৃষকদের উৎসাহিত করতে এবং আখ চাষের প্রতি আগ্রহ বাড়াতে এই পদক্ষেপ আখের মৃল্য বাড়ানোর চেষ্টা করছে। ইতিমধ্যে কিছু প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, আখের দাম বাড়ার ফলে আখ চাষীরা লাভবান হচ্ছেন এবং আখ উৎপাদনও বৃদ্ধি পাচ্ছে।

আখের দাম বৃদ্ধি পাওয়ায় আখ চাষীরা আখ চাষে আগ্রহী হচ্ছেন এবং উৎপাদনও বাড়ছে। আখের দাম বাড়ার ফলে চিনিকলগুলোও লাভবান হচ্ছে এবং চিনি উৎপাদনও বৃদ্ধি পাচ্ছে।সরকার আখ চাষিদের প্রণোদনা দিচ্ছে এবং সাথী ফসল করার জন্য উৎসাহিত করছে।
এই পদক্ষেপগুলো আখ চাষ এবং চিনি শিল্পের উন্নয়নে ইতিবাচক প্রভাব ফেলবে বলে আমরা আশা করছি।

বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন,সিপিই বিএসএফআইসি, সদর দপ্তরের গিয়াস উদ্দীন,টিএস বিএসএফআইসি, সদরের জনাব ড. জেবুন নাহার ফেরদৌস।

এ সময় আরও উপস্থিত ছিলেন,কেরু এ্যান্ড কোম্পানীর জি এম কৃষি আশরাফুল আলম ভৃইয়া,ফার্ম ইনচার্জ সুমন কুমার সাহা,ডিজি এম মাহাবুবুর রহমান,ইমদাদুল হক প্রমুখ। এ আখ চাষের সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেন কেরু এন্ড কোম্পানি সুযোগ্য ব্যবস্থাপনা

পরিচালক মোঃ রাব্বিক হাসান ।

অনুষ্ঠানে আখ চাষীরা সংক্ষিপ্ত বক্তব্যে তাদের বিভিন্ন সমস্যার কথা তুলে ধরেন। সেইসাথে সমস্যা দ্রত সমাধানের জন্য কতৃপক্ষকে অনুরোধ জানান। সেইসাথে অনুরোধ করেন আখের দাম বৃদ্ধির পাশাপাশি কেরুজ জৈব সারের দাম কমানোর জন্য।

মেহেরপুরে পাট চাষীদের প্রশিক্ষণ কর্মশালা অনুষ্ঠিত

মেহেরপুর সদর উপজেলায় “উন্নত প্রযুক্তি নির্ভর পাট ও পাটবীজ উৎপাদন এবং সম্প্রসারণ প্রকল্প” পাট অধিদপ্তরের অধীনে নির্বাচিত পাট চাষীদের প্রশিক্ষণ কর্মশালা-২০২৫ অনুষ্ঠিত হয়।

গতকাল মঙ্গলবার ১২ টার সময় উন্নত প্রযুক্তিনির্ভর পাট ও পাটবীজ উৎপাদন এবং সম্প্রসারণ প্রকল্পের” আওতায় উপজেলা পরিষদ হলরুমে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে প্রশিক্ষণ কর্মশালার উদ্বোধন করেন উপজেলা নির্বাহী অফিসার মোঃ খায়রুল ইসলাম।

অন্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন, জেলা কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর উপ পরিচালক শামসুল আলম, উপজেলা কৃষি অফিসার মনিরুজ্জামান, বিএডিসি’র উপ-পরিচালক হাফিজুল ইসলাম, পাট উন্নয়ন কর্মকর্তা হারুনুর রশিদ।

প্রশিক্ষণের পাঠ কর্তন এবং পাট পতনে প্রচলিত পদ্ধতির উন্নত প্রয়োগ, উন্নত প্রযুক্তির মাধ্যমে রবি-১ পাট চাষ পদ্ধতি, বীজ সংগ্রহ, জমি নির্বাচন ও জমি তৈরি, বীজ বপন, সার ও বালাইনাশক প্রয়োগ ও আন্তঃপরিচর্যাসহ বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা করা হয়।

মুজিবনগরে পেঁয়াজ চাষীদের মানববন্ধন

পেঁয়াজের ভরা মৌসূমে পার্শ্ববর্তি দেশ ভারতসহ অন্যান্য দেশ থেকে পেঁয়াজ আমদানি বন্ধ ও কৃষকের উৎপাদিত পেঁয়াজের ন্যায্য মূল্য নিশ্চিত করতে মানববন্ধন করেছেন মুজিবনগরের পেঁয়াজ চাষীরা। এসময় এলাকার প্রায় শতাধিক পেঁয়াজ চাষী উপস্থিত ছিলেন।

বৃহস্পতিবার বিকালে মুজিবনগর উপজেলার দারিয়াপুর মাঠে শতাধিক পেঁয়াজ চাষী এই মানববন্ধন করেন।

চাষীরা বলেন, পেঁয়াজ মসলা জাতীয় ফসল। এখন আমাদের দেশে যে পরিমাণ পেঁয়াজ উৎপাদন হচ্ছে তাঁতে আমাদের দেশের চাহিদা মেটানো সম্ভব। কিন্তু পেঁয়াজের এই ভরা মৌসুমে সরকার ভারতসহ অন্যান্য দেশ থেকে পেঁয়াজ আমদানি করে থাকেন। ভরা মৌসুমে বাইরের দেশ থেকে পেঁয়াজ আমদানি বন্ধ করে চাষির উৎপাদিত পেঁয়াজের মূল্য নিশ্চিত না করলে আগামীতে পেঁয়াজ চাষ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবে কৃষক। আবারও মানুষকে চারশ টাকা কেজি দরে পেঁয়াজ কিনতে হবে। তারা আরও বলেন, পেঁয়াজের বর্তমান বাজার দরে চাষীরা এক বিঘা জমির পেঁয়াজ চাষ করে দেড় থেকে দুই লক্ষ টাকা ক্ষতির সম্মুখীন হচ্ছেন।

বক্তব্য রাখেন, পেঁয়াজ চাষী মনিরুল ইসলাম, হাবিবুর রহমান, সোহরাব হোসেন, বায়োজিদ হোসেনসহ অন্যান্যরা।

পেঁয়াজ চাষী মিনারুল ইসলাম বলেন, এবছর আমি ৬ বিঘা জমিতে পেঁয়াজ চাষ করেছি। ছয় বিঘা জমিতে পেঁয়াজ চাষ করতে প্রায় সাড়ে চার লাখ টাকা খরচ হয়েছে। বর্তমানে যে বাজার দর তাতে পেঁয়াজ বিক্রি করে দুই থেকে আড়াই লাখ টাকা উঠবে। আমরা চাই, পেঁয়াজের এই ভরা মৌসুমে বাইরের দেশ থেকে আমাদানি বন্ধ করে আমাদের উৎপাদিত পেঁয়াজের ন্যায্য মূল্য নিশ্চিত করুক সরকার।

চাষি সামিদুল ইসলাম জানান, এবছর আমি ১০ বিঘা জমিতে সুখসাগর পেঁয়াজ চাষ করেছি। বর্তমানে বাজারে পেঁয়াজ ২৫ থেকে ৩০ টাকা কেজি দরে বিক্রি হচ্ছে। আমাদের কাছ থেকে ফঁড়িয়ারা ২০/২২ টাকা করে কিনে নিচ্ছেন। অথচ, এক কেজি পেঁয়াজ উৎপাদন করতে কৃষকের খরচ হয় ২৫ থেকে ৩০ টাকা। কৃষক তাঁর উৎপাদিত পেঁয়াজের ন্যায্য মূল্য না পেলে আগামীতে পেঁয়াজ চাষ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবে। তখন বাইরের দেশ থেকে

পেঁয়াজ আমদানি করতে হবে। মানুষকে তিন চার শ টাকা কেজি দরে কিনতে হবে। তাই পেঁয়াজের এই ভরা মৌসুমে বাইরের দেশ থেকে পেঁয়াজ আমদানি বন্ধ করতে হবে। এছাড়া কৃষকের পেঁয়াজের ন্যায্য মূল্য নিশ্চিত করতে হবে।

জানা গেছে, দারিয়াপুর গ্রামের পেঁয়াজ চাষী লাল্টু হোসেন ৮ বিঘা, সোহরাব হোসেন ৭ বিঘা, লোটন হোসেন ৬ বিঘা, মধু মিয়া ১০ বিঘা, একরামুল হোসেন ৫ বিঘা, স্বপন মিয়া ১০ বিঘা, সামিদুল ইসলামের ৯ বিঘাসহ এলাকার কয়েক হাজার কৃষক সুখ সাগর পেঁয়াজের চাষ করেছেন।

উল্লেখ্য, মেহেরপুর জেলা কৃষি বিভাগের তথ্যমতে জেলায় এবছর পাঁচ হাজার ৬৫ হেক্টর জমিতে পেঁয়াজ চাষ হয়েছে। উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা ধরা হয়েছে ৮৫ হাজার ২৮০ মেট্রিকটন।

মেহেরপুরে বাঁধাকপি ও ফুলকপি চাষীরা দিশেহারা

মেহেরপর একটি সবজি খ্যাত জেলা। এ জেলার চাষিরা সারা বছরই বিভিন্ন সবজির আবাদ করে জীবিকা নির্বাহ করেন। জেলার মানুষের অর্থকরী ফসল বিভিন্ন সবজি। এবছরেও ব্যাপক পরিমাণে সবজির চাষ হয়েছে। এখানকার উৎপাদিত সবজি স্থানীয় চাহিদা মিটিয়ে রাজধানী ঢাকাসহ দেশের বিভিন্ন এলাকায় রপ্তানি হয়। কিন্তু বর্তমানে সবজির বাজার দর খুবই কম। উৎপাদিত সবজির কাঙ্ক্ষিত দাম না পেয়ে হতাশ হয়ে পড়েছেন জেলার চাষিরা। পরিবহন ও শ্রমিক খরচের টাকাও উঠছেনা সবজি বিক্রি করে।

ক্রেতা কম থাকায় অধিকাংশ সবজিই নষ্ট হচ্ছে জমিতে। এতে ভালো নেই সবজি চাষি ও বিক্রেতারা। চাষিরা বলছেন, বাজারেও দাম নেই,পাইকারি ব্যবসায়ীরাও আসছেনা। জমিতে নস্ট হচ্ছে বাঁধাকপি ও ফুলকপি।

কৃষি বিভাগ বলছেন, একই সাথে মেহেরপুরসহ সারা দেশের শীতকালের সবজি উঠতে শুরু করেছে তাই এমন দরপতন।
জেলা কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্ত থেকে প্রাপ্ত তথ্য মতে জেলায় এবছর ফুলকপির আবাদ হয়েছে ১ হাজার ১২০ হেক্টর, বাঁধাকপির আবাদ হয়েছে ১

হাজার ৬০ হেক্টর

এর মধ্যে গাংনী উপজেলায় বিভিন্ন মাঠে ১৬০ হেক্টর ফুলকপি এবং ১৫৫ হেক্টর বাঁধাকপির আবাদ হয়েছে।

মেহেরপুর জেলার সদর বাজারসহ বেশকটি বাজারে খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, বাজারে বাঁধাকপি, ফুলকপির ভরা মৌসুম। মাঠে রয়েছে চিচিংগা, করল্লা, টম্যাটো, বেগুন, ঢেঁড়স, আলু, কুমড়া, মিষ্টি কুমড়াসহ পর্যাপ্ত পরিমাণ সবজি । কিন্তু সবজির তুলনায় ক্রেতা কম। এতে অধিকাংশ কাঁচামাল নষ্ট হয়ে লোকসানে রয়েছেন বিক্রেতারা। গাংনী বাজারের কয়েকজন সবজি বিক্রেতা জানান, সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত বেচাকেনা করতে হচ্ছে। বাজারে সবজির দামও কমেছে, ক্রেতার সংখ্যাও কমেছে। এতে সবজি নষ্ট হচ্ছে। লোকসান গুনতে হচ্ছে ব্যবসসয়ীহ চাষিদের।

গাংনীর সাহারবাটি গ্রামের সবজি চাষিরা জানান, একবিঘা জমিতে ফুলকপির আবাদ করতে খরচ হয়েতে ২৫ হাজার টাকা। সাথে রয়েছে শ্রমিক ও পরিবহন খরচ।

এখন এক বিঘা জমির ফুলকপি বিক্রি হচ্ছে ১৫ থেকে ২০ হাজার টাকা। এতে ট্রাক ভাড়া ও শ্রমিক খরচের টাকা হচ্ছনা। আগামীতে সবজি চাষ করবেননা বলেই হতাশা ব্যক্ত করেন চাষিরা।

ফুলকপি চাষি সাহারবাটি গ্রামের ইদ্রিস আলী,রুহুল আমীন,জহুরুল ইসলাম,সামিউল আলম জানান,অনেক আশা নিয়ে ফুলকপি ও বাঁধাকপির আবাদ করেছিলাম। ফলনও হয়েছে ভাল। মাঠজুড়ে শুধু কপির জমি দেখা যায়। একেকটি কপির ওজন হয়েছে দেড় থেকে দুই কেজি। এখনও বিক্রি করতে পারিনি। জমিতে অনেক ফুল ফুটে নস্ট হয়ে যাচ্ছে। কোনো উপাই না পেয়ে বাধ্য হয়ে স্থানীয় বাজারে ৪/৫ টাকা পিচ বিক্রি করতে হচ্ছে। ঢাকা, চট্রোগ্রাম, সিলেট ও বরিশালে পাঠিয়েও কোনমতে ট্রাক ভাড়া হচছে। ঘর থেকে শ্রমিক খরচ দিতে হচ্ছে। সার ও কীটনাশকের দোকান থেকে ধার দেনা করে আবাদ করছি। বিক্রির পর দেনা পরিশোধ করবো। কিন্তুু সে আশায় ভাটা পড়েছে। অনেক টাকা দেনা পরিশোধ করতে হলে সমিতি থেকে ঋন করতে হবে।

কাথুলী গ্রামের সোলাইমান হোসেন বলেন,বাঁধাকপি কয়েক সপ্তাহ রাখা গেলেও ফুলকপি বিক্রির উপযোগী হওয়ার সাথে সাথে বিক্রি করতে হয়।তা নাহলে ফুল ফুটে গেলে বিক্রির অনুপযোগী হয়ে পড়ে। আমার এক বিঘা জমির ফুলকপির বিক্রি করতে না পারায় জমিতে নস্ট হচ্ছে।

সদর উপজেলার বৈকুণ্ঠপুর গ্রামের বাঁধাকপি চাষি পারভেজ বলেন, আমার দুই বিঘা জমির বাঁধাকপি বিক্রির উপযোগী হয়েছে। স্থানীয় বাজারে ক্রেতা নেই। পরিবহন খরচ না হওয়ায় বাইরের বাজারেও পাঠাতে পারছিনা। অনেক কপি পাখিতে ঠুকরিয়ে নস্ট করছে। সব খরচ ও শ্রম সবই বৃথা।

পাইকারি ব্যবসসয়ী আবুল বাসরা,আঙ্গুর আলী ও জিয়াউল ইসলাম বলেন, আমরা প্রথম প্রথম চাহিদা অনুমান করে প্রতিবিঘা জমির বাঁধাকপি ৬০ হাজার ও ফুলকপি ৭০ হাজার টাকায় কিনে রেখেছি। এখন আর বিক্রি করতে পারছিনা। ঢাকা,সিলেট,চট্রোগ্রাম, বরিশালে পাঠানো হলেও চালান ঘুরছেনা।

মেহেরপুর জেলা কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের উপ-পরিচালক বিজয় কৃঞ্ষ হালদার বলেন, প্রতিবছর এ মৌসুমে মেহেরপুরে ব্যাপক ভাবে বাঁধাকপি ও ফুলকপির আবাদ হয়। হঠাৎ দরপতন হয়েছে। তবে আমরা বিভিন্ন জেলায় যোগাযোগ করছি সবজি বিক্রির জন্য।

চুয়াডাঙ্গায় গাঁজাসহ চাষী আটক

চুয়াডাঙ্গা সদর উপজেলার বড়শলুয়া গ্রামে চিত্রা নদীর পাড় সংলগ্ন নিজ জমিতে অন্যন্য ফসলের সাথে দুইটি গাঁজা গাছসহ হাবিবুর রহমান ওরফে হাবুলকে (২৮) আটক করেছে দর্শনা থানা পুলিশ। সে চুয়াডাঙ্গা সদর উপজেলার দর্শনা থানার বড়শলুয়া গ্রামের নজির ফকিরের ছেলে।

জানা যায়, শনিবার ৩ ফেব্রুয়ারি বিকাল সাড়ে ৩ টার দিকে দর্শনা থানার অফিসার ইনচার্জ বিপ্লব কুমার সাহার নেতৃত্বে অভিযান চালায় বড়শলুয়া চিত্রা নদীর ধারে হাবুলের নিজ জমিতে।

এ সময় দর্শনা থানার এস আই তারেক হাসান সঙ্গীয় অফিসার ও ফোর্সসহ গোপন সংবাদের ভিত্তিতে মাদক বিরোধী অভিযান চালিয়ে তরতাজা অবৈধ মাদকদ্রব্য দুইটি গাঁজা গাছ উদ্ধার করে। সেই সাথে হাবিবুর রহমান হাবুল কে গ্রেফতার করে।গাঁজা গাছ দুইটির আনুমানিক বাজার মৃল্য ৪৪ হাজার টাকা। আগামীকাল তাকে মাদক আইনে মামলাসহ চুয়াডাঙ্গা কোর্ট হাজতে সোপর্দ করা হবে।

গাংনীতে চাষীদের মাঝে বিনামূল্যে বীজ ও রাসায়নিক সার বিতরণ

গাংনীতে ২০২৩-২৪ অর্থবছর প্রনোদনা কর্মসূচির আওতায় মাসকলাইয়ের উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে কৃষকদের মাঝে বিনামূল্যে বীজ ও রাসায়নিক সার বিতরণের উদ্বোধন করা হয়েছে।

এ উপলক্ষে মঙ্গলবার (১২ সেপ্টেম্বর) সকাল ১০ টার দিকে উপজেলা প্রশাসন ও কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের আয়োজনে উপজেলা পরিষদ সভাকক্ষে সংক্ষিপ্ত আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়।

উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) নাদির হোসেন শামীম এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখেন ও কৃষকদের মাঝে বীজ এবং রসায়নিক সার বিতরণ করেন উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যান ও মেহেরপুর জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক এমএ খালেক।

কৃষি সম্প্রসারণ কর্মকর্তা আব্দুর রউফ এর সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা কৃষি বিদ মোঃ ইমরান হোসেন।

অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন মেহেরপুর-২ আসনের জাতীয় সংসদ সদস্যের প্রতিনিধি আওয়ামী লীগ নেতা মনিরুজ্জামান আতু।

এ প্রণোদনা কর্মসূচির আওতায় ৮৫০ জন প্রান্তিক চাষীর মাঝে মাশকলাইয়ের বীজ ৫ কেজি, ডিএপি সার ১০ কেজি, এমওপি সার ৫ কেজি করে বিতরণ করা হয়।

এ সময় উপজেলার বিভিন্ন গ্রাম হতে আগত বীজ ও রাসায়নিক সার নিতে আশা কৃষকবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

[redacted]

[redacted]

শি চাষী আব্দুস সাত্তার মিয়া জানান, এলাকার চাষীরা প্রথমদিকে ১২০ টাকা কেজি দরে সিম বিক্রি করেছেন। বর্তমানে শিম ৪৫-৫০ টাকা কেজি দরে পাইকারী বিক্রি করছে চাষী। ফলন ভাল হওয়ায় এই দামেই খুশি তারা। এবার বিঘা প্রতি শিম চাষে চাষীদের খরচ হয়েছে ২০-২৫ হাজার টাকা।

কৃষি বিভাগের হিসেবে এবার জেলায় আগাম শিম চাষ হয়েছে প্রায় ২০০ হেক্টর জমিতে।

চাষীরা জানান, ইতোমধ্যে শিমের ভাল দাম পেয়ে শিম বিক্রি করে খরচের টাকা তুলে নিয়েছেন।

জেলা কৃষি সম্প্রসারন অধিদপ্তরের উপ-পরিচালক শঙ্কর কুমার মুজুমদার জানান, এই ফলন যাতে অব্যাহত থাকে তার জন্য শিমের রোগবালাই প্রতিরোধে মাঠ পর্যায়ে চাষীদের বিভিন্ন পরামর্শ দিচ্ছে কৃষি বিভাগের মাঠ কর্মীরা।